৮৪

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 0 3 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ৭

১১ মে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

ছাত্র রাজনীতি এখন হতাশার আবর্তে

॥ মতিউর রহমান চৌধুরী ॥

ছাত্র রাজনীতি নিজস্ব-স্বকীয়তা হারাইতে বসিয়াছে। চাপাইয়া দেওয়া নেতৃত্বই ইহার অন্যতম কারণ।

প্রায় অর্ধশত ছাত্র সংগঠনের মধ্যে বেশীর ভাগ সংগঠনের নেতা নির্বাচিত হন জাতীয় নেতা ও নেত্রীর ইচ্ছায়। গঠনতন্ত্রের কোন প্রাকটিসই হয় না এখানে। কোন কোন ক্ষেত্রে হইলেও কাউন্সিলরদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া সিদ্ধান্ত পরিবর্তন

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্র রাজনীতি

(১ম পৃঃ পর)

করা হয়। ফলে ছাত্রনেতারা নেতা ও নেত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্তও নিতে পারেন না। বাস্তব অবস্থার কাছে তাহাদেরকে হার মানিতে হয়। সাধারণ ছাত্রদের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক নিছক আনুষ্ঠানিকতায় রূপ নিয়াছে। ছাত্র নেতারা জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির আভ্যন্তরীণ কলহে জড়াইয়া পড়েন। এসকল কারণেই রাজপথে ছাত্রমিছিলে ছাত্রদের অংশগ্রহণ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। ছাত্র

(১১শ পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 0 3 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ৭

ছাত্র রাজনীতি

(১ম পৃঃ পর)

আন্দোলনেও ইহার প্রভাব পড়িতেছে। সাধারণ ছাত্ররা নেতাদের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না।

স্বাধীনতার পর হইতে ছাত্রদের দাবী নিয়া তেমন কোন আন্দোলন গড়িয়া উঠে নাই। রাজনৈতিক কারণে দুই-একবার আন্দোলন দানা বাঁধিলেও নেতৃত্বের দোদুল্যমানতার কারণে সে আন্দোলনের ফসল ঘরে তোলা যায় নাই। বরং ছাত্রদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হইয়াছে। ছাত্র নহেন অথচ ছাত্রনেতা—ইহাদের সংখ্যা এখনো অনেক। লাইব্রেরী সায়েন্সের কৃপায় অবশ্য তাঁহারা যে-কোন সময় ছাত্রত্ব লাভ করিতে পারেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইটি বিষয়ে মাষ্টার ডিগ্রী নেওয়া বন্ধ করা হইলেও লাইব্রেরী সায়েন্সে অবাধে ভর্তি হওয়া যায়। বেশ কয়েকজন ছাত্রনেতা ও নেত্রী আছেন যাহারা প্রায় এক যুগ ধরিয়া ছাত্র রাজনীতির মুখ্য নেতৃত্বে রহিয়াছেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেতা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকিলে যোগ্য নেতৃত্ব বাহির হইয়া আসার সম্ভাবনা ছিল।

ছাত্রদের সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কোন অবস্থাতেই সুখকর নহে। ছাত্র সংগঠনগুলি বিবৃতিসর্বস্ব সংগঠনে রূপ নিয়াছে। প্রতিদিনই তাহারা সংবাদপত্রে বিবৃতি পাঠান। ক্যাম্পাস কিংবা রাজপথে আন্দোলন গড়ার প্রচেষ্টা থাকে খুব কম। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রশ্নে জাতীয় পর্যায়ে যে অনৈক্য বিরাজ করিতেছে ছাত্র সংগঠনগুলিতেও উহার প্রভাব বিস্তর। কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রসংগঠনের মধ্যে বিভক্তি বা অনৈক্য আগে লক্ষ্য করা যায়।

সাম্প্রতিক ছাত্র সংসদ নির্বাচনে যে নৈরাজ্য দেখা গিয়াছে তাহাতে সাধারণ ছাত্ররা তাহাদের প্রতিনিধি বাছাই করার সুযোগ হইতেও বঞ্চিত হইতেছে। জাতীয় রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় ছাত্রনেতারা নিজেদেরকে এমনভাবে জড়াইয়াছেন যেখান হইতে বাহির হইয়া আসা দুরূহ কাজ বলিয়া অনেকে মনে করেন। ছাত্র রাজনীতিতে লেজুড় বৃত্তি আগে স্বীকৃত ছিল না। ১৯৭৬ সনে রাজনৈতিক দলবিধিতে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির একটি ছাত্র সংগঠন থাকার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয়। দলবিধি এখন বহাল না থাকিলেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই।